জিন্নাহ - নেহরুর বাঙালি বিরোধী নীতিতে দেশের স্বাধীনতা, তুমি কার?

সোনা কান্তি বড়ুয়া

(১)

একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বরের পর ভারত ও পাকিস্তানের নানা তালবাহানায় পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর বিচার না করলে ও আজ বাংলাদেশের জনতা রাষ্ট্রক্ষমতার কাছে সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কামনা করেন। তদানিন্তন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ সরকারকে ধ্বংস করে বিগত ৬০ (১৯৪৭ - ২০০৭) বছরে বাঙালি জাতিকে দিল্লীর সিংহাসনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি পদে বসতে দেন নি। স্বাধীনতা, তুমি কার? ১৯৪৭ সালে শরৎ বসু, শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উক্ত ষড়যন্ত্রসমূহ টের পেয়ে সম্মিলিত বাংলাদেশ করতে সংগ্রাম করেছিলেন। কিন্তু ততক্ষনে মহাত্মা গান্ধীকে বাদ দিয়ে জিন্নাহ ও নেহরু ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পাশা খেলায় দেশ বিভাজন করে সিংহাসন দখল করে নিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে বাঙালি হিন্দু মুসলমানের একুল ওকুল দুই কুলই গেল। কবির ভাষায়: "পথ ভাবে আমি দেব, / রথ ভাবে আমি। / মূর্তি আমি দেব/ হাঁসে অন্তর্যামী।" বাঙালি একতাবদ্ধ হবে কি? বিবেদ ও হিংসায় বাঙালি সমাজ ক্ষত বিক্ষত।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চোরাবালিতে জেঃ মইন সাহেবের দিল্লী সফরনামা সহ ছয়টি ঘোড়ার খবর বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। জনতার প্রশ্ন: মইন সাহেব আসলে প্রধানমন্ত্রী না রাষ্ট্রপতি? সেনানায়কগণের ইচ্ছায় কি হাইকোর্ট ওঠে বসে? আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সহ শীঘ্রই নির্বাচন চাই। মইন সাহেবের কাজ তো অনেক বাকী আছে। দিল্লী গিয়ে রাজনীতিতে রাষ্ট্রক্ষমতার সাধ একবার পেলেই বাজী মাত। কথায় বলে, দিল্লী কা লাড্ডু কত যে মজা। "দেশের মালিক জনগণ। মানুষে মানুষে বৈষম্য করা চলবে না" বাংলাদেশের সংবিধানের কথাগুলো রাষ্ট্রক্ষমতার সিংহাসনে বসলে আর কি মনে থাকার কথা? বাংলাদেশ মিলিটারি আই এন সি করা তো জেঃ মইন উ উদ্দীনের স্বপ্ন নয়। দেশের ১৫কোটি জনসংখ্যায় ৫ কোটি মানুষ কি ভাবে দুবেলা ভাত খাবে তা আপনাদের দায়িত্ব।

কারন পাকিস্তানের জাতির পিতা মুহম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৮ সালে ঢাকায় এসে বাঙালির বাংলা ভাষা বন্ধ করে দিয়ে উর্দু ভাষা শিখে পাকিস্তান মার্কা মুসলমান হতে দন্ডাদেশ জারী করে গেলেন। তারপর কি হ'ল আমরা সবাই জানি এবং "কত প্রান হ'ল বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে।" পাকিস্তানে জাতির পিতা বললে ইসলাম ধর্মে কোন ভুল পরিলক্ষিত হয় না, বাংলাদেশে জাতির পিতা না বলে 'স্থপতি' বলার নির্দেশ দেয় মৌলবাদী নেতা যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিযামী। কারন বাংলাদেশের ইসলামিক মৌলবাদীদের হাজারো আফসানায় সারাক্ষণ সাধের আজব দাস্তান পাকি - স্তানের স্বপ্ন দেখে এবং তাদের ধারণা বাংলাদেশকে লাল মসজিদ মার্কা পাকিস্তান বানাতে পারলে সব মুশকিলের আসান। পাক ভারত বা সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে মঙ্গল পান্ডে, মাষ্টার দা সূর্যসেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ক্ষুদিরাম বসু সহ বিনয় বাদল দীনেশেরা বাঙালি সন্তান হয়ে

বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যুহীন প্রাণ দান করে গেছেন। গুজরাটিরা বাঙালিদের মতো শহীদ না হলে ও গুজরাটি ভাষাভাষি কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মহাত্মা গান্ধী (মোহনদাস করমচাঁদ) পাকিস্তান এবং ভারতের জাতির পিতাদ্বয় হয়ে বিরাজমান। কড়ি দিয়ে গুজরাঠিরা সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কিনে নিয়েছে।

(২)

১৯৭৭ সালে ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেসের পরাজয়ের পর তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেসাই লোকসভায় দাঁড়িয়ে নেতাজী সুভাষ বসুর মৃত্যু সম্পর্কে শাহনওয়াজ কমিটি ও খোষলা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করে দিয়েছিলেন। সেই সময় লোকসভায় হরিবিষ্ণু কাথাথ এবং সুরেন্দ্র বিক্রম নেতাজীর রেখে যাওয়া আজাদ হিন্দ সরকারের টাকা, সোনা ও সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন।
পবিত্র কুমার ঘোষের (দৈনিক বর্তমান, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ২২, ২০০৮) মতে, ”তদন্ত করতে হবে জওহরলাল নেহরু এবং পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের সম্পর্কে।” ২০০৬ এর জানুয়ারী তে অসীম গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক দায়ের করা মোকদ্দমার জন্যে ২০০৮ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা হাইকোর্ট গত ২ বছরের জন্য ১৭০০.০০ টাকা জরিমানা দিতে ভারত সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরিন্দর সিং নিজ্জর এবং বিচারপতি পিনাকি চন্দ্র ঘোষের ডিভিশন বেঞ্চ ভারত সরকারকে হলফনামা পেশ করে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন: (১) নেতাজীর চিতাভস্মের মিথ্যা নাটক করে ভারত সরকারগণ জাপানের রেনকোজি বৌদ্ধমন্দিরে চিতাভস্ম রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ভারত সরকার অনেক টাকা অপচয় করলেন কেন? (২) আজাদ হিন্দ সরকারকে ধ্বংস করে কৃষ্ণা বসু ও সুগত বসুর পবিচালিত নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোকে সরকার কোটি কোটি দিচ্ছে কেন? ১৯৮৫ সালে রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পর লোকসভা সদস্য বাসুদেব আচরিয়া ভারত সরকারের কাছ থেকে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর রেখে যাওয়া সম্পদের কী হয়েছিল তা জানতে চেয়েছিলেন।

সম্প্রতি ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স গীতা পাসি ঢাকার এক আলোচনা সভায় বাংলাদেশের চলমান ”গণতন্ত্র, শাসন, নিরাপত্তা ও সংস্কার” সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান কালে জনতার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় আলোকপাত করেছেন (মানব জমিন, ১৭ই আগষ্ট, ২০০৭)। জঙ্গিবাদ ও স্বার্থান্ধ রাজনীতির খেলা থেকে বাংলাদেশকে বাঁচাতে হবে। হযরত শাহজালালের মাজারে ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর বোমা হামলার পর তিন বছর হয়ে গেছে, ওই বোমা হামলার বিচার সম্পন্ন হয়েছে কি? ইসলামি ”জঙ্গিদের নবজাগরণ (ভোরের কাগজ, ১৮ আগষ্ট, ২০০৭);” দেশের জন্য অমঙ্গল জেনে ও প্রিন্সিপ্যাল ষ্টাফ অফিসার লে: জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ”বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিদের কোন ঘাটি নেই (সম্পাদকীয়, ভোরের কাগজ, ১২ই আগষ্ট, ২০০৭)।” জনতার প্রশ্ন : বাংলাদেশ কি ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গিদের কাছে বন্ধক?

জামায়াতই ১৯৭১ এর শহীদ বুদ্ধিজীবিদেরকে সহ লক্ষ লক্ষ বাঙালি হত্যা করেছে। আল - বদরের হাই কমান্ড ছিল (১) মতিউর রহমান নিযামী (২) আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সহ আর ও অনেকের নাম ও ঠিকানা বর্তমান সরকার জেনে ও গ্রেফতার না করে উক্ত হত্যাকারীদেরকে সালাম দিচ্ছেন। জানা গেছে সেনাপ্রধান দেশের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদের সাথে প্রথম যে বৈঠক করেন তাতে মজলিশে সুরার সদস্য ব্যারিষ্টার আবদুর রাজ্জাক ও সাবেক সচীব শাহ হান্নানের ছোটভাই শাহ হালিম

এবং বি এন পির জামায়াত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন (যায় যায় দিন, ১৬ই জুন ২০০৭)। লোভী সেনানায়কদের মতো জামায়াত মাফিয়ার মগজ ধোলাইয়ের দর্পে মানবতা খর্ব হ'ল কেন?

(৩)

সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত পুরাকীর্তির আসল নকল নিয়ে জনতার কৌতূহলের শেষ নেই কেন? বাংলাদেশের শিল্প সুষমায় ভরা এই প্রাচীন মূর্তিসমূহের নির্মানশৈলী, ঢাকা মিউজিয়ামের বিশাল প্রাঙ্গনে ঢুকতেই চোখে পড়ে গৌতমবুদ্ধ বসে আছেন বিভিন্ন মূদ্রায়। তা দেখে মন আপনাতেই সশ্রদ্ধায় নমিত হয়ে আসে। মনে পড়ে পাহারপুর ও ময়নামতির বিশাল এলাকা জুড়ে এর অবস্থানে সারি সারি কক্ষ বৌদ্ধ সাধক ভিক্ষুদের বাসস্থান। ইতিহাসের ধূসর পাতায় লুকিয়ে আছে বাংলাদেশের সবুজ ছবি। মানুষের কথা, সত্য, সুন্দর আর বাপদাদার আমলের ইতিকথা।

সিদ্ধার্থ(বুদ্ধ) বাল্যকালে যে বাংলা লিপি অধ্যায়ন করেছিলেন তা বাংলা বিশ্বকোষে (১৩শ ভাগ, পৃঃ ৬৫) সগৌরবে লিপিবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাভাষার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অথচ বুদ্ধের বাংলা থেকে সিংহল (শ্রীলংকা) বিজয়ী বীর বিজয় সিংহের ইতিহাস সিংহল অবদান জাতকের ছবি আওরাংগাবাদের নাসিকের অজন্তার চিত্রগূহায় লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও চর্যাপদের যুগে তা সংযোজন করা হয়নি; কারন বৌদ্ধধর্ম সিন্ধুসভ্যতা থেকে শুরু হয়েছে। আইনের শাসনের মাধ্যমে অহিংসা, সত্য, ঈমান, শৃঙ্খলা, পরিশুদ্ধ মন ও মৈত্রীকে মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল যে কোন ধর্মের উদ্দেশ্য। আজ জামায়াতের কাছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রশক্তির মস্তক আবার অবনত কেন?

লেখক এস বড়ুয়া খ্যাতিমান ঐতিহাসিক, কথাশিল্পী, বিবিধগ্রন্থ প্রনেতা এবং প্রবাসী কলামিষ্ঠ ।